র. বাউম্ভোল
নীল দস্তানা

র. বাউম্‌ভোল
তিলোত্তমা র
নীল দস্তানা
রূপকথাসংগ্রহ
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: রেখা চট্টোপাধ্যায়

ছবি এঁকেছেন ভ. লোসিন

নীল দস্তানা

যে বরফে স্রোত ঢেকে গিয়েছিলো তাতে ছিলো দুটি গর্ত। একটা গর্তে একটি বুড়ো মাছ ধরছিলো, আর অন্য গর্তে তার নাতনী কাচছিলো তার সার্ট। যেই না কাচা শেষ হলো সে পরতে গেলো তার নীল দস্তানা—একটা দস্তানা গেলো জলে পড়ে।

ভেসে চললো নীল দস্তানাটা বরফের তলা দিয়ে। তার মোটা বুড়ো আঙুলটা নড়তে লাগলো যেন মাছের কাণকো, আর সেটাকে দেখাতে লাগলো ঠিক যেন ছোট্ট একটা মাছ।

মাছের দল ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের নদীতে কী অদ্ভুত একটা মাছ এসেছে—গায়ের রং নীল আর আছে একটামাত্র কাণকো!

'ছোট্ট মাছ, তোমার নাম কী?'
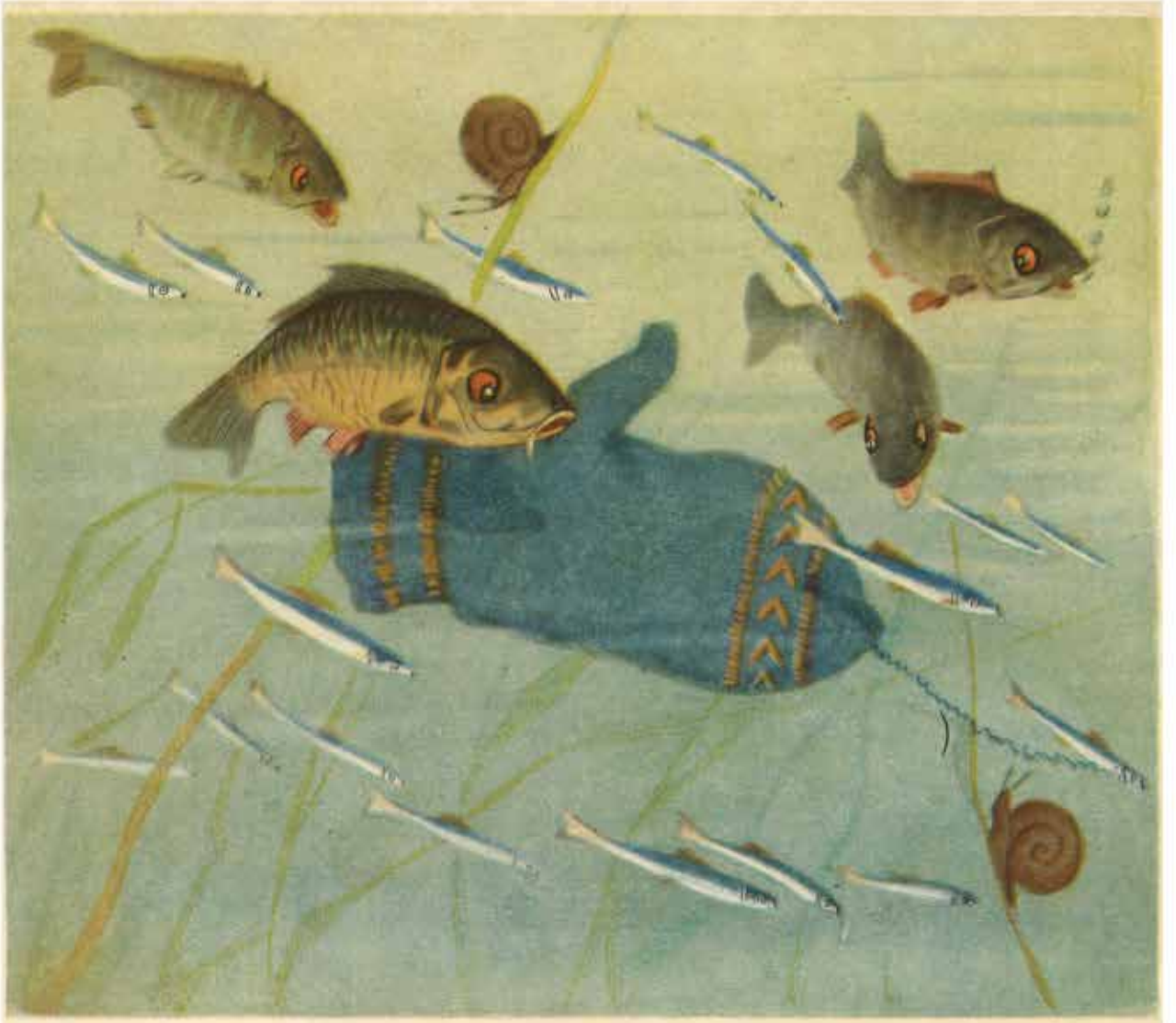
'দস্তানা।'

'কোথা থেকে আসছো?'

'নাতনীর হাত থেকে।'

দস্তানাটা বলেছিলো 'নাতনীর হাত থেকে', কিন্তু মাছের দল ভেবেছিলো সেটা বলেছে 'অন্য নদী থেকে'। তারা ভাবলো যে অদ্ভুত নীল মাছটা এসেছে বড় নদীটা থেকে যাতে গিয়ে পড়েছে তাদের ছোট্ট স্রোত। ভাব করার জন্যে তারা সাঁতরে নীল মাছটার কাছে এলো। একটা মাছ সাঁতরে এতো কাছে এসে পড়লো যে তার আঁশের মধ্যে আটকে গেল পশমের রোঁয়া। যখন সে সাঁতরে চলে গেলো সে টেনে নিয়ে চললো পশমের সুতোটাকেও। মাছটা গেলো ভয় পেয়ে, সে ভাবলো বুঝি এই অদ্ভুত মাছটা তাকে ধরে খেয়ে ফেলতে চায়। তাই সে চললো প্রাণপণে ছুটে। পশমের সুতোর একটা দিক

তার আঁশের মধ্যে আটকে গিয়েছিলো, আর বরফের তলায় মাছটা এদিক থেকে ওদিক ছুটো-ছুটি করার সময় দস্তানাটা লাগলো খুলে যেতে।

দ্বিতীয় গর্তটার কাছে এসে মাছটা থামলো দম নিতে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই বুড়ো তাকে ধরে নিলো। তাকে জল থেকে টেনে তুললো আর দেখলো কোঁকড়ানো নীল পশমের সুতো তার গায়ের সঙ্গে এঁটে আছে।

'আরে! এটা আবার কী?' বললো বুড়ো। ঝাঁকিয়ে সুতোটাকে সে খুললো আর পকেট থেকে একটা দেশালাইয়ের বাক্স বার করে চললো সেটা জড়িয়ে।

বুড়ো চললো জড়িয়ে আর শেষকালে পেলো একটা বড় নীল বল। পুরো দস্তানাটাকেই জল থেকে সে টেনে তুলেছে।

ঠিক তখনই তার নাতনী ছুটে এলো তার কাছে।

'ও দাদু, গর্তের মধ্যে আমার দস্তানাটা পড়ে গেছে!'

'আর তোর জন্যে আমি সেটাকে গর্ত থেকে বার করেছি', বলে তাকে সে দেখালো ভিজে নীল গোলাটা।

বুড়োর চুবড়ির মধ্যে মাছটা ঝাঁকাচ্ছিলো তার ল্যাজ, কারণ সে তাদের বলতে চাচ্ছিলো নীল দস্তানাটা কী করে মাছ হয়েছিলো।

মোরগ আর শুঁয়োপোকা

সে বেশ বড় সড় একটা মোরগ হতে চলেছিলো, আর এই প্রথম সে বললো 'কোঁকর-কোঁ'। এই 'কোঁকর-কোঁ' ডাকটা খুব বড় সড় নয় আর একসঙ্গে কিম্বা খুব জোরে সে সবটা বলেনি। প্রথমে সে বললো 'কোঁকর' আর তারপর জোরে দম নিয়ে খুব আস্তে সে জুড়ে দিলো 'কোঁ'। কিন্তু সব কিছুই তো একসঙ্গে করা যায় না। তার ভাই আর বোনদের এড়িয়ে খুসীতে ভরপূর ছোট্ট মোরগটা একলা-একলা বাগানময় লাফিয়ে বেড়াতে লাগলো।

হঠাৎ সে জমির উপর দেখতে পেলো একটা ছাই-রঙা শুঁয়োপোকা। তার ক্ষুদে-ক্ষুদে পা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে সে চলছিলো কুরকুর করে। ছোট্ট মোরগটা তাকে ভালো করে দেখে বললো:

'তোমার অতগুলো পা, আর তবু কিনা তুমি চলছো অমন গুটি-গুটি। আমার তো মাত্র দুটি পা, কিন্তু পাল্লা দিয়ে আমরা যদি দৌড়োই তাহলে তোমাকে একেবারে হারিয়ে দেবো।'

'তুমি ভাই হারিয়ে দিলেও আমি কিছু মনে করবো না', শান্তিপূর্ণ স্বরে শুঁয়োপোকাটা বললো।

কিন্তু ছোট্ট মোরগটা বললো:

'তোমার সঙ্গে ছুটতে যাবো কেন! ভাবছি তোমায় গিলে ফেলি—ব্যস!'

একথা শুনে শুঁয়োপোকাটা বেজায় ভয় পেয়ে গেলো, কিন্তু ছোট্ট মোরগটাকে সে বুঝতে দিতে চাইলো না।

'যখন ঘাসের ওপর হাঁটি তখন গুটি-গুটি চলি, কিন্তু গাছের ওপর চড়লে তখন আমায় দেখো!'

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না!' ছোট্ট মোরগটা বললো।

'আমি তোমায় দেখিয়ে দেবো। যদি মিথ্যে বলে থাকি তাহলে আমাকে খেয়ে ফেলো। ভালো করে দেখো...'

অল্পক্ষণের মধ্যেই ছোট্ট মোরগটা একটা গাছের গুঁড়ির কাছে দেখতে পেলো একটা ঘাসকে নড়তে। এক মিনিট আগে সেটার ওপর শুঁয়োপোকাটা দাঁড়িয়েছিলো সেখান থেকে গাছের গুঁড়ি বেয়ে সে উঠতে লেগেছে।

ছোট্ট মোরগটা গাছের দিকে দু'পা এগিয়ে মস্ত এক হাঁ করলো, কিন্তু শুঁয়োপোকাটাকে খুঁজে সে পেলো না। কোথায় যেতে পারে সেটা? ছোট্ট মোরগটা ঘাড় উঁচিয়ে গুঁড়ির আরো ওপরে তাকালো। শুঁয়োপোকাটা নেই।

ঠিক তক্ষুণি গাছের উপরকার একটা ডাল দুলে উঠলো—বোধ হয়, সেখান থেকে উড়ে গেলো একটা পাখী। বোকা ছোট্ট মোরগটা তার গোলাপী ঝুঁটিওলা মাথাটা কাৎ করে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো কী করে শুঁয়োপোকাটা অত তাড়াতাড়ি গাছের মগডালে পৌঁছতে পারলো।

এদিকে সেই ছাই-রঙা শুঁয়োপোকাটা কিন্তু গাছের গুঁড়িতেই গুটি-গুটি চলছিলো। তার রঙটা ছিলো গাছের ছালের মতো, ছোট্ট মোরগটা তাই তাকে দেখতে পেলো না।

শামুক

বসন্তের এক সুন্দর দিনে মা-শামুক তার মেয়েকে বললো:

'যা একটু বেড়িয়ে আয় ঐ কালো ঝোপটার কাছে যেখানে স্নো-ড্রপ ফুল ফুটেছে, আর দেখবি কি রকম বসন্তকালের টাটকা পাতার স্বাদ।'

ছোট্ট শামুক-মেয়ে বেরিয়ে পড়লো। আর গুটি-গুটি চলতে লাগলো, তারপর যখন ফিরে এলো, সে বললো:

'ওটা মোটেই কালো ঝোপ নয়, ওটা হলো সবুজ ঝোপ, আর সেখানে বুনো স্ট্রবেরি ফলেছে, মোটেই স্নো-ড্রপ নয়।'

'হা কপাল, এখন যে গরমকাল!' তার মা বললো, 'আচ্ছা তাহলে সেই ছোট্ট সবুজ ঝোপটার কাছে যেখানে বুনো স্ট্রবেরি ফলেছে সেখানে একটু বেড়িয়ে আয়। আর দেখিস গরমকালের পাতাদের স্বাদ কি সুন্দর।'

ছোট্ট শামুক-মেয়ে বেরিয়ে পড়লো। সে খুব আস্তে আস্তে গুটি-গুটি চললো। আর ফিরে এসে বললো:

'ওটা মোটেই সবুজ ঝোপ নয়, ওটা হলো হলদে ঝোপ। আর তার তলায় ব্যাঙের ছাতা গজাচ্ছে, বুনো স্ট্রবেরি নয়।'

'হা কপাল, এখন যে শরৎকাল।' তার মা অবাক হয়ে বললো। 'বেশ তাহলে সেই ছোট্ট হলদে ঝোপটার কাছে যেখানে ব্যাঙের ছাতা গজাচ্ছে সেখানে বেড়িয়ে আয়। আর দেখে আয় শরৎকালের পাতার স্বাদ কি রকম।'

ছোট্ট শামুক-মেয়ে বেরিয়ে পড়লো। গুটি-গুটি চললো সে, আর ফিরে এসে ভীতু ভীতু গলায় বললো:

'ওটা হলদে ঝোপ নয়, ওটা হলো সাদা ঝোপ, আর খরগোশের যাবার রাস্তা ওর তলায়, ব্যাঙের ছাতা নয়।'

'যদি এই রকমই কাণ্ড হয়, তাহলে আমাদের বাড়ীতে থাকাই ভালো।' তার মা বললো। 'এখন এই শীতের মাঝামাঝি বেরুনোর কোনো মানেই হয় না। বসন্তকালে অনেক সময় পাওয়া যাবে সে সবের জন্যে।'

ছোট্ট নদী

ছোট্ট নদী ছুটে চলেছে বার্চ কুঞ্জের মধ্যে দিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, গ্রাম ছাড়িয়ে, দূরে আরো দূরে। যখন যে কুঞ্জের মধ্যে দিয়ে ছোটে, বার্চ গাছেরা তার দিকে তাকায় আর তাদের ছায়া দেখতে পায়, ঠিক আয়নার মতো। যখন মাঠ পেরিয়ে ছোটে, হাঁস আর পাতিহাঁসেরা ডুব দেয় তাতে। যখন সে গ্রাম ছাড়িয়ে ছোটে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেমেয়েরা তাতে আর তাদের খালি পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে জলের ফোয়ারা বানায়। সুন্দর নয় কি? সব্বাই খুসী, আর সব্বাই ছোট্ট নদীর গুণ গায়।

হঠাৎ ছোট্ট নদী খুব অহঙ্কারী হয়ে উঠলো। সে বললো:

'বার্চ গাছেরা কেন আমার দিকে তাকায়, হাঁস আর পাতিহাঁসেরা ডুব দেয় কেন? ছেলেমেয়েরা আমার পরিষ্কার জল কেন ছিটুবে? তাদের কাছে কেনই বা আমি ছুটে যাবো? যদি তাদের দরকার থাকে আমাকে, তাহলে তারা নিজেরাই আমাকে খুঁজে বার করবে।'

এই ঠিক করলো নদী। আর তাই সে করলো। তার বয়ে যাওয়া থামালো।

একদিন সে রইলো স্থির হয়ে, আরো একদিনও, আর দেখতে-দেখতে সে কাদাতে গেলো ঢেকে। কাজেই বার্চ গাছেরা আর নিজেদের দেখতে পায় না। ছোট্ট নদীর খুব একলা লাগতে লাগলো, আর শেষকালে গেলো সেটা শুকিয়ে।

সকালে যখন গাছেরা জেগে উঠলো, ছোট্ট নদী তখন উধাও! হাঁস আর পাতিহাঁসেরা তীরে এলো, কিন্তু সেখানে নদীটা নেই। ছেলেমেয়েরা এলো কিন্তু নেই নদী। তারা শুধু দেখলো দুটো কাদায় ভরা ডোবা আর তার ওপর মশা ভণভণ করছে। তারা এখন কী করে? বার্চ গাছেরা বেশী কিছু মনে করলো না, কারণ তাদের শেকড় মাটির গভীরে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় চলে গিয়েছে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা কী করবে? আর হাঁস বা পাতিহাঁসেরা?

তারা সবাই ছুটলো অন্য এক ছোটো নদীর খোঁজে।

'ঐ দেখো। ঐ-খানে—দূরে চকচক করছে ওটা দেখতে পাচ্ছো?'

প্রাণ আছে না নেই

জিনা আর নীনা একটা ছোট্ট নদীর ধারে বসে ছিলো। তারা ভাবছিলো এটার প্রাণ আছে না নেই।

জিনা বললো: 'ছোট্ট নদী কি ছুটে চলে? হ্যাঁ, তাই চলে। আর যদি তুমি বাঁধ দিয়ে বাঁধো একে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে কি? হ্যাঁ, পড়বে। এতেই বোঝাচ্ছে এটার প্রাণ আছে।'

নীনা বললো: 'এটা দৌড়তেও পারে আবার দাঁড়াতেও পারে, কিন্তু বসতে পারে না। এতেই বোঝাচ্ছে এটার প্রাণ নেই।'

জিনা বললো: 'যখন ওকে আমি থাবড়াই, ওটা কুঁকড়ে যায় একেবারে। তার মানেই ওটার প্রাণ আছে।'

নীনা বললো: 'ওটা কুঁকড়ে যেতে পারে, কিন্তু ও কিছু মনে করে না বা সরে যায় না। তার মানেই ওটার প্রাণ নেই।'

'এটা সত্যিকারের জীবন্ত নয়, কিন্তু মনে হয় যেন সত্যিই।' জিনা বললো। তারা দুজনেই একমত হলো।

শশা আর বাঁধাকপি

একসময় একটা বাঁধাকপি আর একটা শশা ঠিক করলো তারা দুজনে সাঁতার দিতে যাবে নদীতে। শশা সোজা ডুব দিলো তখুনি। কিন্তু বাঁধাকপি তার কাপড়-চোপড় খুলতে লাগলো তীরে। আর যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন অবধি কাপড় ছাড়তে লাগলো। শশা বাঁধাকপির জন্যে সেই থেকে জলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো আর তার এতো ঠাণ্ডা লাগলো যে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

ব্যাঙের ছাতা গজানো

গরমকালের এক ভোরে এক বুড়ি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলো। পথে তার এক ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়েটার দুটো মজার বিনুনী টুপীর তলা থেকে উঁকি মারছিলো আর সে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিলো। তার হাতের ঝুড়িটা ছিলো খালি।

'ঠাকুমা, জঙ্গলের মধ্যে কোথায় ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যায়?' ছোট্ট মেয়েটা জিগগেস করলো। বুড়ি হাসলো।

'না বাছা, এখন কোনো ব্যাঙের ছাতা নেই ওখানে, কারণ অনেকদিন ধরে বৃষ্টি পড়েনি।'

'কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় ব্যাঙের ছাতা?' আরো ভুরু কুঁচকে মেয়েটা আবার বললো।

'বৃষ্টি পড়ার পর জঙ্গলের সর্বত্রই ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যাবে। এখন মাটি শুখিয়ে গেছে — তাই কিছুই নেই', বুড়ি উত্তর দিলো।

ছোট্ট মেয়েটা এমন ভুরু কুঁচকুলো যে তার দুটো ছোট্ট ভুরু মিলে একটা ভুরু হয়ে গেলো।

গোঁয়ারের মতো সে আবার বললো:

'তুমি ইচ্ছে করেই বলছো না আমায় কোথায় তারা গজায়। আমি জানি তুমি বলতে চাও না।'

'বেশ', বুড়ি বললো, 'আমি তোমায় বলছি কোথায় ব্যাঙের ছাতা। আমি যা বলছি মন দিয়ে শোনো আর মনে রাখার চেষ্টা কর। এই পথ ধরে এগোও যতক্ষণ না একটা সাদা প্রজাপতি চোখে পড়ে, আর যেও যেদিকে সে যায় যতক্ষণ না একটা পাইন-গাছের ফলে পা পড়ে। যে মুহূর্তে তাতে পা দেবে ডান দিক ঘুরে চলতে থাকবে, যতক্ষণ না মুখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে। তারপর আবার ডান দিক ঘুরবে আর চলতে থাকবে যতক্ষণ না ছোট্ট কালো একটা মেঘে সূর্য ঢেকে যায় আর বৃষ্টি পড়তে সুরু করে। বড় একটা গাছের তলায় লুকিয়ে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো গুণতে থাকবে সময় কাটানোর জন্যে। যখন সমস্ত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো গোণা হয়ে যাবে আবার চলতে সুরু কোরো। দশটা ডোবা পর্যন্ত যাবে। তারপর ঘাসের ওপর সবচেয়ে বড় বৃষ্টির ফোঁটাটা খুঁজে বার করবে, আর সেটা শুখনো অবধি অপেক্ষা করবে। ততক্ষণে রদ্দুর হয়ে যাবে আর অনেক ব্যাঙের ছাতা দেখবে চারদিকে। তাদের দেখতে পেলে বুঝবে যে আমার নির্দেশ তুমি মেনেছো।'

ছোট্ট মেয়েটা খুব মন দিয়ে শুনলো প্রত্যেকটি কথা। সে কিছুক্ষণ ভাবলো, ভুরুটা তুললো আর তারপর বললো:

'খুব শক্ত শোনাচ্ছে। আমি ভাবছি এখন বাড়ী যাই। বৃষ্টি হবার পর ব্যাঙের ছাতার জন্যে আসবো।'

'সে কথাই তো প্রথমে আমি বলেছিলাম, কিন্তু মেয়ে, তুমি যে ভারি গোঁয়ার।' বুড়ি হেসে বললো।

Р. БАУМВОЛЬ

СИНЯЯ ВАРЕЖКА

শিশু ও কিশোর সাহিত্য
ছোট শিশুদের জন্য
তিলোত্তমা রায়